ভারতের কারণেই বাংলাদেশে শিল্পায়ন সম্ভব নয়

বিপ্লব পালের সাথে বিতর্ক করা কষ্টসাধ্য, কেননা তার এনার্জি খুব বেশী এবং সময়ও প্রচুর। লেখা পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি উত্তর তৈরী করে ফেলেন। যা'হোক আবারও তিনি কিছু গুরুত্বপুর্ন কথা তুলেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, যা নেই ভারত তা দেবে কোথা থেকে? শীতকালে গংগায় পানি থাকে না, কারণ পশ্চিম বাংলাসহ ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের কৃষির জন্য এত বেশী সেচ কার্য চালাচ্ছে যে ভারতের নিজেরই পানির অভাব হচ্ছে। ভারতের যদি নিজেরই পানির অভাব হয় তখন বাংলাদেশের পানি দেওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। তিনি আরও বলেছেন যে পশ্চিম বাংলার নিজেই পানির জন্য দিল্লির সাথে অবিরাম ঝগড়া করে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পানি দেওয়ার কথাকি ভাবা কি ঠিক?

এখন প্রশ্ন হল তা হলে উপায়? তবে কি বাংলাদেশ পানি ছাড়া মরু ভুমিতে রুপান্তরিত হবে? বাংলাদেশের উত্তর বংগের হাজার হাজার লোক পানির অভাবে মৃত্যুবরণ করলে , তার জন্য কে দায়ী হবে? আর সে কারণেই আমরা বলেছিলাম এ'সমস্যার যৌথ সমাধান দরকার। ভারত ও বাংলাদেশকে একত্রে এই পানি সমস্যার কথা চিন্তা করতে হবে। বিপ্লব বাবু অবশ্য এইসমস্যার কিছু সমাধানের কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন বাংলাদেশে বর্ষার সময়ে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বর্ষায় বাংলাদেশে হাজার হাজার খাল কেটে বা জলাভুমি তৈরী করে পানি রিজার্ভ করা যেতে পারে। এ'প্রসঙ্গে তিনি মরুভুমির দেশ ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার উদাহারণ দিয়েছেন। এই দেশ দুটিতে পানির সমস্যা রয়েছে, তাই রিজার্ভার তৈরী করে পানি সমস্যার সমাধান করেছে সেদেশের সরকার । তিনি এও বলেছেন যে, ভারতের কাছে রিজার্ভ প্রকল্পের জন্য ক্ষতিপুরন দাবী করা যেতে পারে। অবশ্য কথাটা যুক্তি সংগত বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু ভারত যে বাংলাদেশ ক্ষতিপুরনের অর্থ দেবে সেই গ্যারান্টি কে দেবে?

বিপ্লব বাবু আরও একট গুরুত্ব পুর্ন কথা বলেছেন। আর তা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কৃষি খাত থেকে সরিয়ে শিল্পমুখি করতে হবে, কেননা কৃষি কাজে লাভ কম। তিনি অবশ্য আরও একটি কথা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছেন। আর তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স সহ বিশ্বের সবদেশেই কৃষিতে লোক-সান হচ্ছে। আর সরকার বিরাট অংকের অর্থ ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখছে। এ হেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতে কৃষি কার্যে বিনিয়োগ লাভ জনক নয়। কাজেই কৃষিখাতে বিনিয়োগ বা নির্ভর-শীলতা কমাতে পারলে পানি সরবরাহের উপর চাপ কম পড়বে। বছর খানেক আগে সেতারা হাসেমের সাথে বিতর্কে আমি কথাটি তুলেছিলাম যে আন্তর্জাতিক ভাবেই কৃষিশিল্প লাভ জনক নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এর বিকল্প কি? এর বিকল্প আমি বা বিপ্লব বাবু চাইলেই তো হবে না, চাইতে হবে বাংলাদেশের বিরাট সংখক কৃষিজীবিদের। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ৭০ % ভাগই আসে কৃষি খাত থেকে এবং বাংলাদেশের ৮০ % লোক কৃষি কার্যের উপর নির্ভরশীল। এই কৃষকদের বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা না হলে কৃষকরা কৃষিকাজ পরিত্যাগ করবে কোন দুঃখে?

আমরা মনে করি বাংলাদেশে শিল্পায়নের সম্পুর্নটাই নির্ভর করে আন্তর্জাতিক পুজি বা আন্তর্জাতিক করপোরেশনের পুজি বিনিয়োগের উপর। কোন আন্তর্জাতিক করপোরেশনের সাথে যৌথভাবে শিল্প কারখানা গড়ে না তুললে, শুধু মাত্র আভ্যন্তরিন পুজির মাধ্যমে বাংলাদেশে শিল্পায়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাংলাদেশের সাথে ভারতের হাজার হাজার মাইল সীমান্ত। বাংলাদেশের শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরিন বাজারে সরবরাহের সাথে সাথেই ভারতে চাইলে সেই পন্যটি বাজার থেকে উধাও করে দিতে পারে। ভারতের কোন কোম্পানী যদি একই পন্যের উন্নতর সংস্করন কম দামে সরবরাহ করে তা হলে বাংলাদেশী পন্য মার খেতে বাধ্য। অবশ্য প্রটেকশনিষ্টরা বলবেন ভারতীয় বর্ডার বন্ধ করে দিলেই হল। আমদের বি ডি আর অথবা বর্ডার গার্ডের অসততার কারণেই ভারতের সাথে বর্ডার বন্ধ করা সম্ভব নয়। কেননা ভারতীয়

ব্যবসায়ীরা সবময়েই বর্ডার গার্ডদের প্রচুর বকশিস দিচ্ছেন।

তাই আমরা মনে করি ভারতের কারণেই বাংলাদেশে শিল্পায়ন সম্ভব নহে। এর প্রমান ইতি মধ্যেই বাংলাদেশ পেয়েছে। বাংলাদেশের মার্কেটের বেশীর পন্য ভারতের এবং তার বেশীর ভাগ পন্য এসেছে চোরা পথে অবৈধ ভাবে। বাংলাদেশে পক্ষে কোন ক্রমেই বাংলাদেশ- ভারত বর্ডার বন্ধ করা সম্ভব নয় বরং ভারতকে বাধ্য করতে হবে বাংলাদেশের বর্ডার বন্ধ করতে। এর একমাত্র উপায় বাংলাদেশে ট্র্যাড অর্থনীতি দাড় করানো। বাংলাদেশকে ফ্রি পোর্ট করে দিলে ভারতের চেয়েও উন্নত মানের পন্য বাংলাদেশ অবাধে আসতে থাকবে। এতে করে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে ও ভারতে দুদেশেই তাদের পন্য (বিদেশ থেকে আসা পন্য) বিক্রি করতে পারবে। এতে লাভ হবে এই ভারত বাধ্য হবে বর্ডার বন্ধ করে দিতে অথবা ভারতের বিশাল মার্কেটের শেয়ার বাংলাদেশের ব্যবসায়ী উপভোগ করবে।

অনেকেই প্রশ্ন করবেন শিল্প-কারখানা ছাড়া একটি দেশে অর্থনীতি দাড়ায় কি করে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরন আমেরিকা। আমেরিকায় আজ আর কোন ভোগ্য পন্য তৈরী হচ্ছেনা। আমেরিকা অন্যদেশ থেকে সস্তায় পন্য আমদানী করছে। বিশ্বায়নের যুগে যেকোন দেশেই পন্য তেরী হতে পারে। দেশের পলিসি ভাল হলেই হল। ছোট দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ট্র্যাড অর্থনীতি দাড় করাতে পারলে ভারতের বিশাল মার্কেটের শেয়ার ও বাংলাদেশ পেতে পারে বলেই আমরা মনে করি।

বাংলাদেশে শিল্প-কারখান গড়ে তোলার আরও একটি সমস্যা, এফ ডি আই বা আন্তর্জাতিক পুজিবিরোধী সংস্কৃতি। মার্ক্সিষ্ট এবং মুসলিম দু গ্রুপই ইরাক যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক পুজির বিরোধিতা করছে। আমরা এপ্রসংগে পরবর্তি লেখায় আলাপ করব। আজ এখানেই শেষ করছি। বিপ্লব পালকে ধন্যবাদ। আশা করি প্রশ্নগুলির আরও বিস্তারিত আলাপ করবেন।

কুদ্দুস খান